

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ

অধ্যায়ঃ ১

(প্রজাতন্ত্র)

(অনুচ্ছেদঃ ১ – ৭)

অনুচ্ছেদ	ব্যাখ্যা
১ -----	প্রজাতন্ত্র -> বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রঃ “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ”
২ -----	প্রজাতন্ত্রের সীমানা
২ (ক) ----	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম -> সকল ধর্মের সমাধিকার
৩ -----	রাষ্ট্রভাষা
৪ -----	৪(১) -> জাতীয় সঙ্গীত (১০ লাইন) ৪(২) -> জাতীয় পতাকা ৪(৩) -> জাতীয় প্রতীক
৫ -----	রাজধানী -> প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা
৬ -----	নাগরিকত্ব; ৬(২) -> জাতি হিসেবে বাঙালি, নাতরিক হিসেবে বাংলাদেশি
৭ -----	সংবিধানের প্রাধান্যঃ ৭(১) -> প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ ৭(২) -> প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান
৭(ক) -----	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণজনিত অপরাধ
৭(খ) -----	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য -> প্রস্তাবনা, ১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায়ের সব অনুচ্ছেদ, ৯(ক), ১৫০নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাবে না

অধ্যায়ঃ ২

(রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি)

(অনুচ্ছেদঃ ৮ – ২৫)

মূলনীতি (৮-১২) অনুযায়ী মালিকানা (১৩) -> কৃষক-শ্রমিকদের (১৪) হাতে দিলে তাদের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা (১৫) মিটবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (১৬) হবে। এতে তাদের সন্তানদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (১৭) এবং জনস্বাস্থ্য-নৈতিকতার (১৮) উন্নয়ন হবে ও

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ (১৮-ক) হবে। শিক্ষার ফলে সুযোগের সমতা (১৯) সৃষ্টি হবে এবং জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য (২০) পালন করবে। নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (২১) পালনের জন্য নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ (২২) করা হয়েছে। উপজাতিদের (২৩-ক) হয়ে জাতীয় স্মৃতি (২৪) দেশের পররাষ্ট্রনীতি (২৫- আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন) সংরক্ষণ করবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৯ – সুযোগের সমতা

অনুচ্ছেদঃ ২৭ – আইনের দৃষ্টিতে সমতা

০১ নভেম্বর, ২০০৭: আপিল বিভাগ ১৯৯৯ সালের মাজদার হোসেন মামলার চূড়ান্ত রায়ে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করে।

অধ্যায়ঃ ৩

(মৌলিক অধিকার)

(অনুচ্ছেদঃ ২৬ – ৪৭)

মৌলিক অধিকারের আইন বাতিলে (২৬) সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সমতা (২৭) তৈরি হয় এবং ধর্মীয় বৈষম্য (২৮) কমে যায়। এতে সরকারি নিয়োগে সুযোগ লাভ (২৯) এবং বিদেশি খেতাব (৩০) গ্রহণে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (৩১) তৈরি হয়। কিন্তু ঐ খেতাব গ্রহণে ব্যক্তি স্বাধীনতা (৩২) দেখাতে গেলে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার ও আটক (৩৩) করে প্রথমে জবরদস্তি শ্রম (৩৪) করায় এবং তারপর বিচার ও দণ্ড (৩৫) দেয়। বিচার পেয়ে আমরা বুঝতে পারি, দেশের মোট স্বাধীনতাঃ ৬টি

৩৬-৪১: চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন, চিন্তা-বিবেক, পেশা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

সম্পত্তির অধিকার (৪২) রক্ষা করতে সংবিধান অনুযায়ী গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণ (৪৩) অনুচ্ছেদ চর্চিত হবে। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ (৪৪) এবং শৃংখলামূলক আইনের পরিবর্তন (৪৫) বাস্তবায়ন করার জন্য দায়মুক্তির বিধান (৪৬) রাখতে হয় এবং আইনের হেফাজত (৪৭) করতে হয়।

অনুচ্ছেদ-২৬: মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল
অনুচ্ছেদ-৪৪: মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

অনুচ্ছেদ-২৮: ধর্মীয় বৈষম্য
অনুচ্ছেদ-৪১: ধর্মীয় স্বাধীনতা

মৌলিক চাহিদা/প্রয়োজনঃ ৫টি [অধ্যায়-২]
মৌলিক অধিকারঃ ১৮টি [অধ্যায়-৩]
মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদঃ ১৭ টি

অধ্যায়ঃ ৪

(নির্বাহী বিভাগ)

(অনুচ্ছেদঃ ৪৮ – ৬৪)

নির্বাহী বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি (৪৮) তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনের অধিকার (৪৯) খাটিয়ে ৩টি কাজ করতে পারে

অনুচ্ছেদ-৫০: রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ

অনুচ্ছেদ-৫১: রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

অনুচ্ছেদ-৫২: রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী জনগণ মন্ত্রিসভা (৫৫- cabinet) গঠন করে। মন্ত্রিগণ (৫৬) তাদের প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ (৫৭) নির্ধারণ করে। বিগত সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার (৫৮-গ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত) বাতিল করে স্থানীয় শাসন (৫৯) শুরু করে। স্থানীয়ভাবে মন্ত্রীরা সর্বাধিনায়কতা (৬১) এবং যুদ্ধ (৬৩) করার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল (৬৪) নিয়োগ দেন।

অধ্যায়ঃ ৫

(আইনসভা)

(অনুচ্ছেদঃ ৬৫ - ৯৩)

বাংলাদেশের আইনসভার নাম সংসদ (House of the Nation)। সংসদ প্রতিষ্ঠা (৬৫) করতে গেলে সর্বপ্রথম সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা (৬৬) যাচাই করতে হয়। সংসদে আসন শূন্য (৬৭) হওয়ার নিয়ম হলো Floor Croosing (৭০- রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য)। সংসদে আসন শূন্য থাকলেও দ্বৈত সদস্যতায় বাধা (৭১) প্রদান করা হয়। প্রতি বছর সংসদের অধিবেশন (৭২)-এর শুরুতে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী (৭৩) থাকে এবং তারপর স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার (৭৪) ভাষণ দেন। ভাষণে কার্যপ্রণালী-বিধি-কোরাম (৭৫) বিষয়টি সংসদের স্থায়ী কমিটির (৭৬) দায়িত্বে দেয়া হয়।

সংসদে শান্তি বজায় রাখার জন্য ন্যায়পাল (৭৭- ombudsman) থাকেন যিনি সংসদ ও সদস্যদের অধিকার ও দায়মুক্তি (৭৮) নিশ্চিত করেন। সংসদে শান্তি থাকলে আইনমন্ত্রী আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি (৮০) দেন এবং অর্থমন্ত্রী ৪টি জিনিস দেনঃ

অনুচ্ছেদ-৮১: অর্থবিল

অনুচ্ছেদ-৮৪: সংযুক্ত তহবিল

অনুচ্ছেদ-৮৭: বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)

অনুচ্ছেদ-৯১: সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা (৯৩- ordinance making power) রাষ্ট্রপতির একটি বিশেষ ক্ষমতা।